দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 DEC 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিজ্ঞান শিক্ষার বিকল্প নাই

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারাইতেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। পত্রিকান্তরে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত এই সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জানা যায়, অষ্টম শ্রেণি হইতে উচ্চমাধ্যমিক অবধি বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারাইয়া মূলত বাণিজ্য বিভাগের প্রতি আসক্ত হইতেছে। বিজ্ঞানের প্রতি অনাগ্রহের এই চিত্র অস্বাভাবিক নহে এই কারণে যে, সিংহভাগ শিক্ষার্থী প্রধানত বাছিয়া নেয় সেই ধরনের পড়ালেখা যেইখানে চাকুরীর বাজার উর্বর। কর্মসংস্থানের সুবিধা তাহারা যেইখানে অধিকহারে পাইবে তাহার প্রতি তাহারা অধিক আগ্রহী হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কারণ, আমাদের দেশের পড়ালেখা ও তাহার প্রায়োগিক দিকসমূহ মূলত চাকুরীর বাজারকেন্দ্রিক। নিখাদ বিজ্ঞান বিষয়ের পড়াশোনা শেষে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞান গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয় না এই দেশে। কৃষি বিজ্ঞানের বেশকিছু প্রণিধানযোগ্য অবিষ্কার এইখানে উল্লেখ করিবার মতো উদাহরণ দেওয়া গেলেও অন্য বিজ্ঞানবিষয়ক, যথা—পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান কিংবা গণিতের তত্ত্বীয় স্তরে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করিবার মত প্রতিষ্ঠান আমাদের নাই। সুতরাং এই বিষয়ে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চতর গবেষণা করিতে চাহিলে তাহাকে উন্নত বিশ্বে যাইতেই হইবে। অন্যথায় গতানুগতিক শিক্ষকতা কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, যেইখানে গবেষণার সুযোগ বা পরিবেশ নাই বলিলেই চলে। অথচ উন্নত বিশ্বে এই চিত্র সম্পূর্ণই ভিন্ন। আমাদের দেশের নীতি নির্ধারণকারী সংস্থাসমূহ নিশ্চয়ই এই বাস্তবচিত্র সম্পর্কে অবহিত।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেবল তাহার বুদ্ধিমত্তার কারণে। সেই বুদ্ধিমত্তার শাণিতরূপ হইল বিজ্ঞান, যাহার ওপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে এই সভ্যতা। গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ যদি অবিরাম তাহার ধীশক্তির ব্যবহার করিয়া না যাইত তাহা হইলে আমরা এখনও এমন একটা সময়ে বসবাস করিতাম যখন আকাশের তারকাদের মনে করা হইত ছোট ছোট ফুলকি বা জোনাক-পোকা মাত্র, যাহাকে হাতের তালুতেও রাখা সম্ভব। এই বিশ্বে যেসব জাতি যুগে যুগে অন্য জাতিকে শাসন [illegible] ছিল বিজ্ঞানের শক্তিতে। বলা যায়, পার্থিব জগতে